আইসিটি শাখা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।	
ডায়েরী নং- ২৭৯২	
তারিখ ঃ ১-১০-২০২০	
অতিঃ ডিআইজি (আইসিটি)	
অতিঃ এসপি (আইসিটি)	
সিনিঃ এএসপি/এএসপি (আইসিটি)	

গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
বাংলাদেশপুলিশ
পুলিশহেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
www.police.gov.bd

স্মারকনং-৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.১৬.০০২.২০২০-২৭০/১

তারিখ: ০৯ /আশ্বিন/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৪ /০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বাংলাদেশ পুলিশের অনুসৃত উত্তম চর্চা ২০২০-২১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পুলিশের অনুসৃত উত্তম চর্চা ২০২০-২০২১ তালিকা আগামী ৩০/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে তথ্য বাতায়নে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস শাখা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ পুলিশের অনুসৃত উত্তম চর্চা ২০২০-২১ বাংলাদেশ পুলিশ ওয়েব সাইটের ইনোভেশন কর্নারে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০৭ পাতা।

২৪/০৯/২০২০

নেছার উদ্দীন আহমেদ, পিপিএম-সেবা
বিপি-৭৬০৫১০৬৫৩১
এআইজি (ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ফোন-৮৮০-২-৯৫৬৮২৬১
Email-aiginnov_bp@police.gov.bd

বিতরণ:

অ্যাডিশনাল ডিআইজি (আইসিটি)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

বাংলাদেশ পুলিশে অনুসৃত উত্তম চর্চা:

১. National Emergency Service-999 (Call Center): জাতীয় জরুরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক National Emergency Service-999 পরিচালিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয় গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ শুভ উদ্বোধন করেন। যে কোন ব্যক্তি দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে টিএন্ডটি বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে (বিনা মাশুলে) ৯৯৯ ডায়াল করে জরুরি সেবা পেতে পারেন। এ সেবাটি আরো সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে Phase-3 এর জন্য DPP এবং নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুরু থেকে অদ্যবধি পর্যন্ত মোট ২,১৬,০৮,৯৩৫ টি কল করা হয়েছে এবং ৪৬,৭৬,২৩৩টি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২. Online Police Clearance Certificate System: বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক Online Police Clearance Certificate সেবা চালু করা হয়। যে কোনো নাগরিক অনলাইনে Police Clearance Certificate এর আবেদন করতে পারেন। অনলাইনে আবেদনকৃত তথ্য যাচাই বাছাই শেষে দ্রুততম সময়ে Police Clearance Certificate প্রদান করা হয়। জাতিসংঘের অধীনে World Summit on the Information Society (WSIS) Prize-2018-তে বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক উন্নয়নকৃত Online Police Clearance Management Systemটি ডিজিটাল সেবা ক্যাটাগরিতে WSIS Prize-2018 অর্জন করেছে।

৩. BD Police Help Line: জনগনকে পুলিশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে BD Police Help Line নামক একটি Mobile Apps উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে জনসাধারণ অফিসার ইনচার্জ থেকে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য, কথোপকথন, ছবি ও ভিডিও প্রেরণ করতে পারেন। পুলিশ কর্মকর্তাগণ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বার্তা প্রদানকারীকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। BD Police Help Line মোবাইল এ্যাপ এর মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে মোট ১৫,৭৫১টি সংবাদ/তথ্য পাওয়া গিয়েছে এবং ১২, ১১১টি তথ্যে অনুরোধে Response করা হয়েছে।

৪. Video Conferencing System: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। রেঞ্জ ও মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গুলোর সাথে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আইজিপি মহোদয় রেঞ্জ, মেট্রোসহ মাঠপর্যায়ে কর্মরত পুলিশের সকল পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমনসহ বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

৫. Zoom Online Conferencing: পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে Zoom Online Conferencing এর মাধ্যমে নিয়মিত আইজিপি মহোদয় রেঞ্জ, মেট্রোসহ মাঠপর্যায়ে কর্মরত পুলিশের সকল পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমনসহ বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও যে সকল ইউনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযোগ নাই। সে সকল ইউনিট সমূহে Zoom Online Conferencing এর মাধ্যমে আইজিপি মহোদয় মাঠপর্যায়ে কর্মরত পুলিশের সকল পর্যায়ের সদস্যদের সাথে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, অপরাধ দমনসহ বিভিন্ন পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

[আইসিটি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৬. মাদক মামলা মনিটরিং সেল: দেশ থেকে মাদক নির্মূল করার জন্য মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। মাদক মামলা মনিটরিং সেলে প্রতিদিন দেশব্যাপী উদ্ধারকৃত মাদকের হিসেব সংরক্ষণ করা হয়ে। মাদক ব্যবসায়ী, মাদকসেবী, পৃষ্ঠপোষক, গডফাদার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে ০১/০১/২০২০ খ্রি. হতে ৩১/০৭/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ৪১,৬২৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে সারাদেশে ৯৪ কেজি ও ১,৮৪৫ পুরিয়া হেরোইন, ১৮,২৭০ কেজি গাঁজা, ২,৩৯,০৮১ বোতল ফেন্সিডিল এবং ১,৪২,৪৬,৬৬৬ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।

[স্পেশাল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৭. প্রশিক্ষণসমূহের পরিকল্পনা: বাংলাদেশ পুলিশ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহের পরিকল্পনা (প্রশিক্ষণের নাম, প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ, প্রশিক্ষণের তারিখ, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা প্রভৃতি) বছরের শুরুতেই বই আকারে প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে কোন প্রশিক্ষণ কখন, কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে এবং কতজন সে প্রশিক্ষণে অংশ নেবে তার বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়। ফলে প্রশিক্ষণসমূহ সূচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

[ট্রেনিং-১, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৮. দেশের ভিভিআইপি/ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক দেশের ভিভিআইপি/ভিআইপিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহের সাথে সমন্বয় করে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

[ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

৯. জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র শাখা থেকে বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ "Bangladesh Police" এর মাধ্যমে নিয়মিত জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন পোস্ট করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে উদযাপনের লক্ষ্যে ফেসবুক পেইজের পাশাপাশি প্রিন্ট অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

১০. অন-লাইন সেবা প্রদান: বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজের "Bangladesh Police" মেসেনজার এর মাধ্যমে প্রতিদিন দেশ-বিদেশ হতে অনেক সেবা প্রত্যাশি বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন সেবার বিষয়ে জানতে চান। পাশাপাশি অনেকে অপরাধ এবং অপরাধী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকেন। অনেকে আবার ইনবক্সে তাদের অভিযোগও জানিয়ে থাকেন। অত্র শাখা হতে উক্ত মেসেনজার ইনবক্সে নিয়মিত রিপ্লাই প্রদানকরাসহ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ এবং অপরাধ ও অপরাধী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

১১. বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম: বাংলাদেশ পুলিশের ভেরিফাইড অফিসিয়াল ফেজবুক পেইজের "Bangladesh Police" এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের উল্লেখযোগ্য সাফল্য/অর্জন ইতিবাচক সংবাদ মানবিক কার্যক্রম ও পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নকারী সংবাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়মিত পোস্ট করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এ পেইজটিতে প্রায় ৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৭২৫ জন লাইক দিয়ে পেইজটির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং Follower রয়েছেন ৯ লক্ষ ৬০ হাজার ৩২৮ জন।

১২. ইউনিট মিডিয়া সেল গঠন ও কার্যকর করা: বর্তমান অবাধ প্রবাহ এবং ক্রমবর্ধমান মিডিয়ার যুগে কার্যকরভাবে পুলিশের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটে মিডিয়া সেল গঠন করা, সেগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়ের লক্ষ্যে সেসব ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত ফেসবুক পেইজ/ফেসবুক গ্রুপ/ইউটিউব চ্যানেলসমূহকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও এসকল সেলসমূহের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ খসড়া নির্দেশিকা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১৩. ইউটিউব চ্যানেল: ইউটিউবে Bangladesh Police Channel এ আইজিপি মহোদয়ের বিভিন্ন ইভেন্টসহ বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমকে জনগণের নিকট আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলে ধরতে সহায়ক হচ্ছে।

১৪. টুইটার একাউন্ট: বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে পোস্টকৃত প্রতিটি পোস্ট সমান্তরালভাবে বাংলাদেশ পুলিশের অফিসিয়াল টুইটার একাউন্টে পোস্ট করা হয়। এর মাধ্যমে ফেসবুকের পাশাপাশি টুইটার ব্যবহারকারীরাও বাংলাদেশ পুলিশের চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

১৫. WhatsApp গ্রুপ: বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল পর্যন্ত অফিসারদের জন্য প্রয়োজনীয়তা এবং প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অত্র শাখা হতে WhatsApp এ সুনির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রুপ পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য, আদেশ, নির্দেশনা, খবর ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে খুব সহজেই অবগত হয়ে থাকেন।

[মিডিয়া এন্ড পিআর, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

১৬. সিডিএমএস সংক্রান্ত: সিডিএমএসকে আরো গতিশীল করা হয়েছে। জোনাল এসি ও সার্কেল এএসপি/অ্যাডিশনাল এসপিদের জন্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য সিডিএমএসে ড্যাশবোর্ড তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মামলার তদন্ত কার্যক্রম অনলাইনে তদারক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[ক্রাইম অ্যানালাইসিস, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা]

১৭. চুরি যাওয়া বা হারানো যানবাহন উদ্ধারকল্পে মোবাইল অ্যাপস চালু করণ: ২০১৫ সাল থেকে অদ্যাবধি যানবাহন চুরি বা হারানো সংক্রান্তে জিডি বা মামলার তথ্য সংরক্ষণ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হতে প্রাপ্ত হারানো/চোরাই যানবাহনের বর্ণনা সম্বলিত Lost and Found নামে একটি সফটওয়্যারের কার্যক্রম গত ১০/০৭/২০১৯ খ্রি. থেকে পরীক্ষামূলকভাবে সিআইবি শাখা গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে চোরাই/হারানো যানবাহন সনাক্ত ও উদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং জনসাধারণকে বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন সময় উদ্ধারকৃত যানবাহন সম্পর্কে তথ্য জানানো হবে। এই মোবাইল অ্যাপসটি বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

১৮. সুরতহাল প্রস্তুতকরণে মোবাইল অ্যাপস চালু: সুরতহাল প্রস্তুতকরণের কাজে ব্যবহারের জন্য নতুন একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। এতে মৃতদেহের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা হবে। ফলে মামলা তদন্তের কার্যক্রমে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী ভূমিকা রাখবে।

[সিআইডি, ঢাকা]

১৯. মানব কল্যাণে পুলিশ: শ্রমিকদের জীবন যাত্রা সহজতর করা এবং শিল্পাঞ্চল এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তথা অর্থনৈতিক কার্যক্রম অব্যহত রাখার প্রত্যয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ-১ ঢাকা এর আওতাধীন বসবাসরত জনপ্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, শ্রমিক নেতা, শ্রমিক ও বাড়ীর মালিকগণ, সাংবাদিকদের সাথে ৪০% বাড়ী ভাড়া মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

[ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ঢাকা]

২০. "বেস্ট স্যুটার" পদক প্রবর্তন: বর্তমানে পরিবর্তিত অপরাধের ধরণের প্রেক্ষিতে জীবন ও সরকারি সম্পত্তি রক্ষার জন্য পুলিশ সদস্য কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে পুলিশ সদস্যদের সঠিক ও দক্ষতার সাথে অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ের প্রেক্ষিতে একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে গুরুত্ব সহকারে অস্ত্র প্রশিক্ষণের পাশাপাশি "বেস্ট স্যুটার" পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে গুরুত্ব সহকারে অস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

২১. মক পুলিশ স্টেশন: একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে থানার কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান প্রদানের নিমিত্তে একাডেমীতে বিদ্যমান আইটি সেন্টারে একটি মক পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এ পুলিশ স্টেশনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কক্ষ, ডিউটি অফিসারের কক্ষ, নারী ও শিশু বিষয়ক ডেস্ক, হাজতখানা, জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া থানায় রক্ষিত ৮৬ টি বিভিন্ন রেজিস্টার রয়েছে। এতে করে প্রশিক্ষণার্থীরা থানার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

২২. Virtual Classroom: বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে সম্প্রতি স্থাপিত IT Building এ তিনটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। একই সময়ে একটি রুম থেকে একজনমাত্র প্রশিক্ষক তিনটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে পাঠদান করতে পারেন। ক্লাস চলাকালীন তিনটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রশিক্ষককে দেখতে পারেন ও কথাবার্তা শেয়ার করতে পারেন। এছাড়া একাডেমীর বাইরে যেকোন জায়গা হতে তিনটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

২৩. Learning Management Software: এ সফটওয়্যারে মডিউল/কোসভিত্তিক সকল বিষয়ের কোর্স কনটেন্ট (ওয়াড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, অডিও এবং ভিডিওসহ) যেকোন ইমেজ ফাইল সংরক্ষণ থাকে। প্রশিক্ষকগণ এ সফটওয়্যারে প্রবেশ করে তার বিষয় ওপেন করে সহজে/স্বাচ্ছন্দে তথ্যবহুল সম্বলিত ক্লাশ নিতে পারেন।

২৪. Library Management Software: বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী লাইব্রেরীতে Library Management Software এর মাধ্যমে বই ইস্যু ও গ্রহণ করা হয়। এতে করে কাগজের অপচয় যেমন রোধ করা যায় তেমনি মোট ইস্যুকৃত বইয়ের তালিকা কিংবা কোন ব্যক্তির নামে ইস্যুকৃত বইয়ের তালিকা সহজেই বের করা যায়। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহজে ক্যাটালগিং করাসহ বিষয়ভিত্তিক যেকোন বই বের করা এবং ইস্যুকৃত বই ট্রাকিং করা সম্ভব হচ্ছে।

২৫. Notice Management: Academic Software এর একটি অংশ Notice Management। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে যেকোন নোটিশ/তথ্য মোবাইলে Text আকারে এবং ই-মেইলে Scan copy সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে একদিকে কাগজের অপচয় কমানো যাচ্ছে অপরদিকে দ্রুততম সময়ে তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

[বিপিএ, সারদা, রাজশাহী]

২৬. পথচারীদের সচেতন করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী/সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে রাস্তার দুপার্শ্বে ছায়াযুক্ত এবং পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগানো: পথচারীদের প্রচন্ড রৌদ্রের ভিতর সড়ক পরিবহন আইন/সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা ও নেতিবাচক প্রভাবসহ বিভিন্ন সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে পথচারী ও পুলিশ কর্মকর্তাগণের সমস্যা হয়। এ সমস্যা সমাধানে দীর্ঘমেয়াদী/সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পরিবেশ দুষণ রোধের পাশাপাশি প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে পথচারীদের ফুটওভারব্রিজ, আন্ডারপাসসহ, জেব্রা ক্রসিং ব্যবহারসহ ট্রাফিক আইন-কানুন সংকান্তে ব্রিফিং প্রদানের জন্য ছায়াযুক্ত ও পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগানো হচ্ছে।

[ডিএমপি, ঢাকা]

২৭. ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (সিআইডিএমএস): ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (সিআইডিএমএস) এর মাধ্যমে মামলার তদন্ত কার্যক্রমে আরও স্বচ্ছতা ও নিখুতভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করতে পারছেন। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মামলার তদন্ত কার্যক্রম, তদন্তস্থলে উপস্থিতি, মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং বিট পুলিশিং কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। ইহা ছাড়াও প্রত্যেক ঘটনায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক দ্রুত মনিটরিং এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের ফলে সেবা প্রার্থী সাধারণ জনগণ উপকৃত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৮. রিমোট পুলিশিং: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই পুলিশ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লকডাউন কার্যকর করাসহ সরকারী বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই করোনা মহামারীতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পুলিশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজেদের সংক্রমণ মুক্ত রেখে পুলিশি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ময়মনসিংহ রেঞ্জ পুলিশ রিমোট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু করে। এর মাধ্যমে পুলিশের শারীরিক উপস্থিতি কমিয়ে ভিন্ন পন্থায় পুলিশি সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বাস টার্মিনাল, গুরুত্বপূর্ণ স্থান, হাট-বাজার ইত্যাদিতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসিয়ে কন্ট্রোল রুমে স্থাপিত মনিটরে ছবি দেখে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়াও মাইক/হেলার ব্যবহার করে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, চালক ও যাত্রীদের সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকারী এই পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে রেঞ্জধীন পুলিশ সদস্যদের মধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে অনেক কম হয়েছে।

২৯. থানায় 'জনতার পুলিশ (Police for The People) কর্মসূচির অংশ হিসেবে ইলেকট্রনিক ডিভাইস চালুকরণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের অঙ্গিকার 'পুলিশ হবে জনতার' তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে থানায় জিডি ও অভিযোগ দায়ের সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য অত্র রেঞ্জের সকল জেলার সদর থানাসমূহে 'জনতার পুলিশ (Police for The People) কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিগত ৪/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলার সদর থানা কম্পাউন্ডে মূল ভবনের বাইরে স্বচ্ছ কাঁচ নির্মিত স্থাপনায় কিউ ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে থানায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। সেখানে কর্মরত ডিউটি অফিসার থানায় আগত সেবা প্রত্যাশীদের বক্তব্য শুনে সেবার ধরণ অনুযায়ী উক্ত ডিভাইসের মাধ্যমে ক্রমিক নম্বর যুক্ত একটি টিকিট প্রদান করেন। সেবা প্রত্যাশীগণ মনিটরে তার ক্রমিক নম্বর দেখে সে অনুযায়ী কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ করে থাকেন। কাঙ্খিত সেবা গ্রহণ শেষে সেবা গ্রহীতা সেবা সম্পর্কিত তার Feedback প্রদান করতে পারেন।

৩০. ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সফটওয়্যার: ময়মনসিংহ রেঞ্জের সকল অপারেশনাল কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহন ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সফটওয়্যারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল যানবাহনে জিপিএস সংযুক্ত করত: উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে রেঞ্জ কন্ট্রোল এন্ড কমান্ড সেন্টার হতে পুলিশের মোবাইল পেট্রোলিং তদারকি করা হয়।

৩১. সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে থানার কার্যক্রম মনিটরিং: ইনফো সরকার-৩ এর আওতায় স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্র রেঞ্জাধীন সকল থানায় স্থাপিত সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে থানার সার্বিক কার্যক্রম, যেমন-ডিউটি অফিসারের সেবা প্রদান, হাজত খানায় থাকা আসামী, সেন্ট্রি পোষ্ট ইত্যাদি মনিটরিং করা হচ্ছে।

[রেঞ্জ ডিআইজি, ময়মনসিংহ]

৩২. অভিযোগ/এজাহার গ্রহণের ক্ষেত্রে: পুলিশি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার অংশ হিসেবে থানার অফিসার ইনচার্জগণ "হ্যালো ওসি" প্রকল্পের আওতায় ডিউটি অফিসারের কক্ষে, থানা চত্বরে ও থানার জনসমাগমপূর্ণ স্থানে সরাসরি জনগণের অভিযোগ বা এজাহার গ্রহণ করছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অভিযোগ/এজাহারকারী যাতে কোন হয়রানীর বা আর্থিক লেনদেনের শিকার না হন সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্রত্যেক থানা প্রাঙ্গনে "অভিযোগ/জিডি/মামলা করার ক্ষেত্রে কোন টাকা লাগেনা" শীর্ষক ব্যানার টাঙ্গানোসহ রেঞ্জ ডিআইজি অফিসের পুলিশ সুপার (এস্টেট এন্ড ওয়েলফেয়ার) এর নেতৃত্বে প্রত্যেক জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) দ্বারা তদারকি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

[রেঞ্জ ডিআইজি, চট্টগ্রাম]

৩৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে উত্তম চর্চা: বর্তমানে কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের দ্রুত মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। রোগীদের দ্রুত চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য ০৩টি অপারেশন থিয়েটারের পরিবর্তে ০৯টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটার চালু করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের আধুনিক সুচিকিৎসার জন্য মাঝে মাছে সিঙ্গাপুর, চীন এবং ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মাধ্যমে অত্র হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ডেন্টাল বিভাগকে আধুনিকায়নসহ চিকিৎসাসেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফিজিওথেরাপী বিভাগে নতুন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংযোগ করে আধুনিক সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থ পুলিশ সদস্যদের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে।

[কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকা]

৩৪. অন্যান্য ক্ষেত্রে উত্তম চর্চা সংক্রান্ত: এনসিবি (ইন্টাপোল) শাখায় কার্য প্রণালীর আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ/চাঞ্চল্যকর/Most Wanted পর্যায়ের কোন আসামী বিদেশ পলাতক থাকলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট প্রধানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতারের জন্য উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে রেডনোটিশ ইস্যু করা হয়। এছাড়াও ইন্টারপোলভূক্ত দেশ সমূহের অনুরোধে ইন্টারপোল সচিবালয় Red Notice এবং Diffusion জারী করতঃ অপরাধীদের অনুসন্ধানের জন্য I/24-7 Telecommunication System এর মাধ্যমে ই-মেইল প্রেরণ করে থাকে। যে কোন Notice প্রাপ্ত হলে তা এসবি/সিআইডি এবং সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট প্রেরণ করে প্রতিবেদন সংগ্রহ করতঃ সংশ্লিষ্ট এনসিবি-কে অবহিত করণসহ ইন্টারপোল সচিবালয়কে (IPSG) অবহিত করা হয়

৩৫. প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের (PC/PR) ও স্থায়ী ঠিকানা যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ: সদ্য প্রবাসে গমনকারী/প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের নাগরিকত্ব/বিদেশে অবস্থান ও চাকুরী লাভের নিমিত্তে গমনকৃত দেশের পক্ষ থেকে চাহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (PC/PR) ও স্থায়ী ঠিকানা যাচাই পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পত্র আদান প্রদান ছাড়াও তথ্য সরবরাহকারী ইউনিট কর্তৃপক্ষের সাথে জরুরী ফোনালাপের মাধ্যমে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হয়। এতে বাংলাদেশের নাগরিকদের বিদেশে অবস্থান ও চাকুরী/নাগরিকত্ব লাভের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বিশ্বব্যাপী অভিবাসনের মাধ্যমে নাগরিকদের বিস্তৃতির সহায়তার মাধ্যমে জাতীয় পরিচিতি, প্রভাব ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালিত হচ্ছে।

৩৬. করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম: করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু হতে ময়মনসিংহ জেলার সকল থানা এলাকায় মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। শহর ও বাজার গুলোর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে রং দিয়ে বৃত্ত করা হয়েছে। জনসমাগমের গুরুত্বপূর্ন স্থানগুলোতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনসহ ব্যানার ফেস্টুন টানানো হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন স্থানে জীবানুনাশক স্প্রে টানেল স্থাপন করা হয়েছে। বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখাসহ তাদের যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। সার্কেলাধীন প্রতিটি থানা এলাকার স্থানীয় কর্মহীন অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রান বিতরণ করা হয়েছে।

[পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ]

৩৭. প্রত্যায়ী নারী সহায়তা কেন্দ্র: উক্ত সহায়তা কেন্দ্রটি পুলিশ সুপার এর কার্যালয়ে অবস্থিত। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্তে আইনী সেবা ও পরামর্শ, পারিবারিক সহিংসতা সমস্যা সমাধানে সহায়তা (কাউনসিলিং), সহযোগী এনজিওর মাধ্যমে সহায়তা সেবা, যৌতুক বিরোধী সহায়তা সেবা, নির্যাতিতার চিকিৎসা সহায়তা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই সেবা, কেন্দ্রের মাধ্যমে অসংখ্য সম্ভাব্য বিবাহ বিচ্ছেদের অবসান করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়া পর থেকে অদ্যাবধি ১০৬ জন নারীকে সহায়তা সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং সেবা প্রদান অব্যহত আছে।

৩৮. পিএম বিপোর্ট/এমসি সংগ্রহ: পিএম রিপোর্ট/এমসি দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য অত্র জেলায় হাসপাতাল-২ নামে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা প্রত্যেক রোগীর বিষয়ে খোঁজ রাখা এবং পুলিশ কেস হলে তার বিপোর্ট প্রদান করা। এর বাইরে পিএম রিপোর্ট/ এমসি যাদে দ্রুত সংগ্রহ করা যায় সে বিয়য়ে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের সাথে কথা বলা ও পাসু করা।

৩৯. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: প্রতি শনিবার অফিস, ব্যারাক, পুলিশ লাইন্স প্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে। এতে করে সকল পুলিশ সদস্য স্বাচ্ছন্দে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করছে।

[পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া]

৪০. সমাজসেবা: পতিতাপল্লীর শিশুদের মুল ধারার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছেন। যৌনপল্লীর পতিতাবৃত্তির অর্থ যাতে গডফাদারদের দিতে না হয় সে লক্ষ্যে বিশেষ ডেস্কে পুলিশি সেবা চালু করা হয়েছে। যার ফলে যৌনকর্মীরা সহজে পুলিশি সেবা পাচ্ছে। জেলা পুলিশ কর্তৃক হিজড়াদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য শহরের পৌর মার্কেটে একটি বিউটি পার্লারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে তারা কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করছেন।

[পুলিশ সুপার, রাজবাড়ী]

৪১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কল্পে জেলা শহরসহ মফস্বলেও নিয়মিতভাবে জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

[পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ]

৪২. শৃঙ্খলা ও সততা: শৃঙ্খলা ও সততা এবং কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহীতা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীন ওভার সাইট ইউনিট গঠন করা হচ্ছে। শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ১৫১৩ জনকে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়া অতিউত্তম কাজের জন্য Month of the force ঘোষনা করা হয়, ফলশ্রুতিতে ফোর্সের মধ্যে দৈনন্দিন কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[অধিনায়ক, ১৩ এপিবিএন, উত্তরা, ঢাকা]

৪৩. কিউ মেশিন স্থাপন: সদর থানায় ওয়ান স্টপ-সার্ভিস সেন্টারে কিউ মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে ও দ্রুতগতিতে সেবা পাচ্ছে। সেবা গ্রহণে আগতদের তথ্যাদি এবং সেবার মান সম্পর্কে তাদের ফিডব্যাক পাওয়া সহজতর হচ্ছে।

৪৪. আরআরএল প্রদান সহজীকরণ: প্রতিমাসের ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যেক পুলিশ সদস্যের আরআরএল প্রাপ্তির বিষয় যাচাইপূর্বক পুলিশ সুপার কর্তৃক আরআরএল প্রদানের আদেশ বহিতে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মোবাইলে মেসেজ প্রদান করা হয়। এতে পুলিশ সদস্যদের মনে স্বস্তির সৃষ্টি হয় এবং এক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দুর হয়েছে।

[পুলিশ সুপার, নেত্রকোণা]

৪৫. অবসরগামী ও বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংবর্ধনা প্রদান: এই ইউনিটের কোনো সদস্য অন্যত্র বদলী হলে কিংবা জীবনের দীর্ঘসময়ে পুলিশ বাহিনীতে কাজ করে অবসরে গেলে তাদের বিদায়ের স্মৃতি ধারণ করে যাতে একজন কর্মচারী কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে সে লক্ষ্যে বদলীকৃত ও অবসরগামী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

[পুলিশ সুপার, এসপিবিএন-১, ঢাকা]

৪৬. স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন ও সচেতনতা সভা: অত্র জেলার থানা এলাকার প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে ৫০টি স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০০৪ জন। চলতি বছর ০১/০১/২০২০ খ্রি. হতে ৩১/০৭/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২৪২টি স্টুডেন্ট কমিউনিটি পুলিশিং সভা করা হয়েছে। প্রতিমাসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কমিটির সহায়তায় একাধিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, জঙ্গি, মাদকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ও অপরাধ সংক্রান্তে তথ্য আদান প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

৪৭. বিট পুলিশিং/উঠান বৈঠক: অত্র জেলার বিভিন্ন থানা এলাকাকে ১৫২টি বিটে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিটে ০১ জন অফিসারকে দায়িত্ব দিয়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি বছর ০১/-১/২০২০ খ্রি. হতে ৩১/০৭/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৫৪৩টি বিট পুলিশিং/উঠান বৈঠক সভা করা হয়েছে। বিট পুলিশিং অফিসারগণ নিজ নিজ বিট এলাকায় প্রতিমাসে একাধিকবার অপরাধ ও অপরাধী সংক্রান্তে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে এবং পারিবারিক, সামাজিক ছোট খাটো আপোষযোগ্য অপরাধগুলো স্থানীয় পর্যায়ে আপোশ-মিমাংসার লক্ষ্যে অপরাধ সংক্রান্তে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হিসেবে উঠান বৈঠক করে থাকেন।

৪৮. ই-ট্রাফিক তথ্য সেবা: বরিশাল জেলা পুলিশের ই-ট্রাফিক তথ্য সেবা প্রদান গত ০৪/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখ বরিশাল রেঞ্জের ডিআইজি মহোদয় উদ্বোধন করেন। ই-ট্রাফিক সেবার মাধ্যমে ট্রাফিক ডিউটিতে কর্মরত কর্মকর্তা POS মেশিনের মাধ্যমে মামলা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ইহাতে জনসাধারণ খুব সহজেই ও স্বল্প সময়ের মধ্যে ইউ-ক্যাশ এর মাধ্যমে উক্ত মামলা নিস্পত্তি করতে পারেন। বরিশাল জেলায় প্রত্যেকটি ট্রাফিক পয়েন্টে ১টি করে মোট ২৫টি POS মেশিন রয়েছে। ই-ট্রাফিক সেবাকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া ই-ট্রাফিক তথ্য সেবাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

[পুলিশ সুপার, বরিশাল]

৪৯. খাদ্য যাবে বাড়ী: গত ০৮/০৩/২০২০ খ্রি. বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পজেটিভ রোগী সনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার লকডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করলে বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ আমার নেতৃত্বে শতভাগ লকডাউন কার্যকর করেন। যার ফলশ্রুতিতে খেঁটে খাওয়া কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিষয়টি অনুধাবন করে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা নিজ উদ্যোগে গত ২৯/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে রাতের অন্ধকারে কর্মহীন মানুষের ঘরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়। খাদ্য সামগ্রী গ্রহীতাদের সনাক্ত করতে পুলিশ সুপার একটি ইউনিক পদ্ধতি চালু করেন। "খাদ্য যাবে বাড়ী" এ পদ্ধতিতে পুলিশ সুপারের সরকারি মোবাইলে নাম ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার এসএমএস করলে উক্ত ঠিকানায় রাতের অন্ধকারে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। এভাবে ৩১/০৫/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত লকডাউন বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে ৮২০৫ জন কর্মহীন গরীবদের বাড়ীতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।

[পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা]